পরিবারের অভিভাবকত্ব

কারণ-মূলনীতি-প্রয়োজনীয়তা ও
উত্থাপিত সংশয়ের নিরসন

ড. হানান বিনতে আলী আল-ইয়ামানী

অনুবাদ

মিজানুর রহমান ফকির
দাওরায়ে হাদীস, মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স, মিরপর-১, ঢাকা।
বিএ (অনার্স), এমএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পিএইচ.ডি (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা	০৭
অনুবাদকের কথা	০৯
ভূমিকা	১১
প্রকৃত সম্মান ও চিরন্তন সুখপথে চলার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি	১৩
প্রথম মূলনীতি	১৩
দ্বিতীয় মূলনীতি	১৪
তৃতীয় মূলনীতি	১৫
চতুর্থ মূলনীতি	১৬
পঞ্চম মূলনীতি	১৭
অভিভাবকত্ব (القوامة) এর পরিচয়	১৮
অভিভাবকত্বের উদ্দেশ্য	২০
অভিভাবকত্বের কারণ	২১
প্রথম কারণ: নারী জাতির ওপর পুরুষ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব	২১
নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত কতিপয় পার্থক্য	২২
নারী জাতির দুর্লতার প্রমাণ	২৪
নারী পুরুষের মধ্যকার শরঈ কিছু পার্থক্য	৩০
নারী-পুরুষের সাথে বিশিষ্ট কতিপয় আহকাম	৩২
দ্বিতীয় কারণ: অর্থ-সম্পদ ব্যয়	৩৪
অভিভাবকত্বের মূলনীতি	৩৭
প্রথম মূলনীতি: স্ত্রীর অধিকার আদায় করা	৩৭
দ্বিতীয় মূলনীতি: এই দায়িত্ব পালনের (অভিভাবকত্বের) ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচার করা	৪৩
অভিভাবকত্বের দাবি	৪৩
প্রথমত: ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বামীর আনুগত্য করা	৪৩
স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	৪৪

১- বিছানায় স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া ৪৪
২- স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘর থেকে বেরিয়ে না আসা ৪৬
৩- স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান না করা ৪৭
৪- স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল সিয়াম না রাখা ৪৮
দ্বিতীয়ত: স্বামীর যাবতীয় বিষয়াদি দেখাশোনা করা ৪৮
নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব উঠিয়ে ফেলতে ইসলাম বিদ্বেষীদের আন্দোলন ৫২
পাশ্চাত্যপ্রেমীদের কতিপয় বক্তব্য ৫৩
পুরুষের কর্তৃত্বের বিধান উঠিয়ে ফেলার পেছনে পাশ্চাত্যপ্রেমীদের উদ্দেশ্য ৫৪
পুরুষের অভিভাবকত্বের ব্যাপারে উত্থাপিত কতিপয় সংশয় ও তার জবাব ৫৫
উপসংহার ৬১

সম্পাদকের কথা

সর্বান্তকরণে প্রশংসা মহান রবের জন্য, যিনি নারী-পুরুষকে স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র ইঙ্গিত করে সৃষ্টি করে একের জন্য অপরকে পরিপূরক করে দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বত্র নারীদের যথার্থ প্রাপ্তি ও সম্মান নিশ্চিত করেছেন।

ইসলামী আইনে বংশপরিচয় নির্ধারিত হয় পিতৃপরিচয় দ্বারা। সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের হাতে, সেটা গোত্রপতি, স্বামী, পিতা কিংবা অন্য কোনো পুরুষ হতে পারে। এছাড়া ইসলামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব (ইমারাহ বা খিলাফাহ) পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। বিচারক হওয়ার গুরু দায়িত্বটিও পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছু অবস্থানে (যেমন সালাতের ইমাম হওয়ার ক্ষেত্রে) পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পুরুষগণ নারীদের অভিভাবক ও তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল। এ অভিভাবকত্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যের, যার মূল কারণ উভয়ের শারীরিক গঠন, প্রাকৃতিক স্বভাব, যোগ্যতা ও শক্তির পার্থক্য। তাই আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা সবক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য হুবহু একই বিধান দেননি; দেননি তিনি নারী-পুরুষকে একই বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে, যদিও তারা একে অপরের অংশ। আর পরিবার, সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় আল্লাহ পুরুষকে দিয়েছেন কর্তৃত্ব ও মহান দায়িত্ব।

ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেই সাথে খুবই ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যময় দুটি প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির

ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষেরা নিজেদের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকেন।

মোটকথা: পুরুষের পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট এবং পুরুষকে সৃষ্টিগতভাবে পরিচালনাগত দক্ষতা প্রদান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা নারীর ওপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। সুতরাং ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বা অভিভাবক বানিয়েছে। তাই নারীর ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাকে তার স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা। আর সেই আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি যত্নশীল হবে, নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করবে এবং স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

ইসলাম পুরষদেরকে নারীদের প্রভু বানায়নি; বরং নারীদের দায়িত্বভার পুরুষদের কাঁধে তুলে দিয়ে নারীদের সম্মানিত করেছে। ইসলাম নারীদের জন্য সকল প্রকার নিরাপত্তার বলয় তৈরি করার দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করে নারীদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

লেখক আলোচ্য গ্রন্থটিতে উপর্যুক্ত সত্যসমূহ দলীল-প্রমাণাদি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। আর অনুবাদক মাওলানা মিজানুর রহমান ফকির সেটিকে ভাষান্তর করে পাঠকের হাতে তুলে ধরার যথাযথ চেষ্টা করেছেন। 'দারুল কারার পাবলিকেশন্স' এর পরিচালক আল-আমীন বইটির ছাপানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিশুদ্ধ দীনের প্রচার এবং প্রসারে সহযোগিতা করেছেন।

আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন এর লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রস্তুতকারক, প্রকাশক ও পরিবেশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করেন। তাদেরকে জান্নাতের অধিকারী করেন। আমীন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি জগতসমূহের রব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের নেতা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীগণের ওপর। অতঃপর....

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন এবং ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' [সূরা আল-মায়েদা: ০৩] সুতরাং এ দীন পরিপূর্ণ, এতে হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো অবকাশ নেই।

স্বামীর শরঈ নিয়ন্ত্রণসহ বৈবাহিক অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করা দীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষগণ নারীদের অভিভাবক।' [সূরা আন-নিসা: ৩৪] আর এই অভিভাবকত্ব আমাদের ওপর একটি নিয়ামত; কারণ এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মানানসই ও উপযুক্ত এবং নৈতিক গুণাবলি ও সহজাত প্রবণতার দিক থেকেও যথাযত।

যাই হোক, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এবং মুসলিমদের শত্রুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মাধ্যম এই সত্য দীনের ভাবমূর্তি বিকৃত করার চেষ্টা করছে। নারীদের প্রতি মিথ্যা করুণা ও সহানুভূতি দেখিয়ে অভিভাবকত্বের অর্থ এবং এর শরঈ কার্যকারিতা সম্পর্কে নারীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

অথচ ইসলামে নারী-পুরুষ অখণ্ড মানব সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। পুরুষ মানব সমাজের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করলেও আরেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। ইসলাম নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য অসম্পূর্ণ কোনো কর্মসূচি তৈরি করে না। ইসলাম নারীকে ঘরের রানী বানাতে চায়, কিন্তু নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে হতে চায় অন্যের কর্মচারী। ইসলাম নারীর জান্নাতকে সহজ করেছে, কিন্তু নারীরা জান্নাতকে নিজের জন্য বানিয়ে ফেলছে কঠিন।

আজ বিশেষত যখন নারীরা নিজেদের অধিকার নিয়ে দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব নিয়ে সংশয় পোষণ ও আপত্তি করছে তাদের জন্য এ গ্রন্থটি। এতে লেখক অভিভাবকত্বের বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল সংশয়ের জবাব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে।

যাই হোক, অনুবাদের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা রক্ষায় আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তথাপি কেউ-ই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ভুল ও অসঙ্গতিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহকে, যিনি আমাকে উক্ত গ্রন্থটি অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর অনুবাদে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সম্পাদনা করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন।

পরিশেষে আমার এই অনুবাদকর্মটি যেন পাঠকের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে এবং আমার ও এ গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট সবার পরকালীন নাজাতের একটি মাধ্যম হয় এই কামনায়...

মিজানুর রহমান ফকির
ফকিরের বাজার, বারহাট্টা, নেত্রকোণা
তারিখ: ০১/০৬/২০২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে ইসলামের মত মহান নিয়ামত দান করেছেন, বিধিবদ্ধ আহকামের মাধ্যমে আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন এবং অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ জাতিকে নারী জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং সেই সকল সাহাবী, তাবে‘য়ী ও তৎপরবর্তী অন্যান্য ব্যক্তিদের ওপর, যারা তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন। অতঃপর...

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের শরীয়তে রয়েছে গূঢ় রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব, যা শুধু গভীর চিন্তার অধিকারীরাই অনুধাবন করতে সক্ষম। শরীয়তের সেই বিধি-বিধানগুলো আমাদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। আর এমনটি তো হবেই, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ﴾ [الاسراء: ٩]

“নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম (তথা সরল, সুদৃঢ়)।” [সূরা আল-ইসরা: ০৯]

কুরআনে কারীম যে সমস্ত পথের নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের অভিভাবকত্ব। সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে, এতে নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলার অনেক হিকমত রয়েছে, যদিও ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকরা এর কারণে দীন ইসলামের ওপর অনেক

আপত্তি করে থাকে। মূলত এর বিধি-বিধানের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনের ত্রুটির কারণে তাদের এমন আপত্তি।

দীন ইসলামে পুরুষের অভিভাবকত্বের বিষয়টি শুধুমাত্র সামাজিক, প্রথাগত, গতানুগতিক, অনুকরণীয় অথবা নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো আইন নয়, বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান যাতে নারী-পুরুষ সকলেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং পরিবারের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রকৃত সম্মান ও চিরন্তন সুখপথে চলার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

এ মহান অবস্থানে থাকা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি[১] অনুধাবন করা অপরিহার্য, যাতে সে আলোকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত সম্মান এবং চিরন্তন সুখের পথে চলা সহজ হয়।

প্রথম মূলনীতি

দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বান্দার একথা জানা যে উচিত যে, সর্বোৎকৃষ্ট, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ বিধান হচ্ছে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার বিধান, যিনি বলেছেন:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]

"আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?" [সূরা আল-মায়েদা: ৫০]

তিনি আরও বলেছেন:

﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨﴾ [التين: ٨]

"আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?" [সূরা আত-তীন: ০৮]

০১. দেখুন: ড. আবদুর রায্যাক আল-বদর, তাকরীমুল ইসলামি লিল মারআতি, পৃ. ৬-১১।

দ্বিতীয় মূলনীতি

বান্দার জন্য এটি অনুধাবন করা আবশ্যক যে, তার ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য, সম্মান-মর্যাদা তার রবের আনুগত্য ও তাঁর বিধি-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত এবং একথা বিশ্বাস করার সাথে সম্পৃক্ত যে, দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর বিধি-বিধানের অনুসরণ এবং অনুকরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ٣١﴾ [النساء: ٣١]

"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।" [সূরা আন-নিসা: ৩১]

তিনি আরও বলেছেন:

﴿يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ ١٥ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٦﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]

"হে আহলে কিতাব! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।" [সূরা আল-মায়েদা: ১৫-১৬]

তৃতীয় মূলনীতি

মুসলিম বান্দা ও মুসলিম উম্মাহকে সচেতন থাকতে হবে যে, পার্থিব জীবনে তাদের অনেক শত্রু রয়েছে, যারা তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে, তাদের সম্মান ও সৌভাগ্যের পথ থেকে বঞ্চিত করতে এবং তাদেরকে অপমানিত করতে তাদের সকল রাস্তায় তারা পদচারণা করে। এ সকল শত্রুদের অগ্রভাগে রয়েছে অভিশপ্ত শয়তান, যে আল্লাহ ও দীন ইসলামের শত্রু, আল্লাহর মুমিন বান্দাদের শত্রু, যে আদম 'আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তানদের সম্মান দেখে ক্রুদ্ধ হয়েছে। ফলে সে মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে সর্বদিক থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় শয়তানের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر: ٦]

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্য যে, তারা যেন প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী হয়।" [সূরা ফাতির: ০৬]

আমাদের কিছু বিজাতীয় বহিঃশত্রু রয়েছে, আর কিছু রয়েছে অভ্যন্তরীণ শত্রু যাদেরকে মুনাফিক এবং যিন্দিক বলা হয়। এরা বহিরাগত শত্রুর চেয়েও আমাদের জন্য বেশি মারাত্মক এবং এরাই হচ্ছে সে সকল লোক যাদের স্বভাব বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তারা

«دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»

"জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।

(বর্ণনাকারী বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কিছু স্বভাবের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন: তারা আমাদের চামড়ার হবে এবং আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলে।"[২]

চতুর্থ মূলনীতি

বিশেষ করে মহিলার জন্য একথা জানা আবশ্যক যে, নারী সম্পর্কিত শরীয়তের বিধি-বিধান অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, নিখুঁত এবং শক্তিশালী যাতে কোনো অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি নেই; নেই কোনো অবিচার ও স্খলন। আর এটাই স্বাভাবিক; কারণ এটি সেই মহান সত্তার বিধি-বিধান যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, আর তা বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতারিত, যিনি তাঁর কর্মে প্রজ্ঞাবান এবং বান্দার সফলতা ও কল্যাণের ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী।

এ জন্যই যখন বলা হয়, নারী সম্পর্কিত বা অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহর বিধি-বিধানের মধ্যে অন্যায়-অবিচার, অসম্পূর্ণতা, স্খলন, ত্রুটি ইত্যাদি রয়েছে, তখন সবচেয়ে বড় সীমালঙ্ঘন হয়। যারা এমন কথা বলে তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান করেনি এবং তাঁর ব্যাপারে যথার্থ বক্তব্য দেয়নি। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾﴾ [نوح: ١٣]

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না!" [সূরা নূহ: ১৩] অর্থাৎ তোমাদের কী হলো, যে সকল লোক আল্লাহকে সম্মান করে তোমরা তাদের মতো আল্লাহর সাথে ব্যবহার করছ না? আর আল্লাহকে সম্মান করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর বিধি-বিধান পালন করা এবং ইসলামেই সকল শান্তি, পরিপূর্ণতা ও মর্যাদা- একথা বিশ্বাস করা।

---

০২. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৭০৮৪; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৮৪৭। শব্দবিন্যাস বুখারীর।

পঞ্চম মূলনীতি

যিনি সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজকে বিধিবদ্ধ করেছেন তিনিই নারী জাতির ওপর পুরুষের অভিভাবকত্ব বিধান করেছেন। সুতরাং যারা এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা সে সকল ইয়াহূদীদের মতো যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর অবশিষ্ট অংশে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥]

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।” [সূরা আল-বাকারা: ৮৫]

এগুলো হচ্ছে [বর্তমান গ্রন্থটির] মহান মূলনীতি, যা নারী জাতির ওপর পুরুষের অভিভাবকত্ব বিষয়টি প্রতিস্থাপিত হয়েছে; মূলত এটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূলভিত্তি ও স্তম্ভ।

সুতরাং অভিভাবকত্বের পরিচয়, কারণ, মূলনীতি এবং উপাদানসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো: